দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 07 DEC 1998 ...
পৃষ্ঠা ... ২০ ... কলাম ... ৫ ...

এসএসসি ফরম পূরণ ॥ অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের অভিযোগ

শরিফুজ্জামান পিন্টু

ফরম পূরণ বাবদ এসএসসি পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে দেশের অধিকাংশ মাধ্যমিক স্কুল অতিরিক্ত অর্থ আদায় করছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। বোর্ড ফী, কেন্দ্র ফী ও স্কুলের বেতনসহ আনুষঙ্গিক কিছু যৌক্তিক ফী ছাড়াও বিভিন্ন ফিসের নামে তিন শ' থেকে এক হাজার টাকা পর্যন্ত পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে আদায় করা হচ্ছে। নমুনা হিসাবে রাজধানীসহ দেশের পাঁচটি মাধ্যমিক স্কুলে যোগাযোগ করে এ অভিযোগের সত্যতা মিলেছে।

গত বৃহস্পতিবার থেকে সারা দেশে এসএসসি পরীক্ষার্থীদের ফরম পূরণ শুরু হয়েছে। সরকারী কোন বিধিনিষেধ না থাকায় বিভিন্ন ফিসের নামে বোর্ড নির্ধারিত ফিসের দ্বিগুণ বা তিনগুণ অর্থ গ্রহণ করছে অধিকাংশ স্কুল। কে কত খাত দেখিয়ে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করতে পারে সেই প্রতিযোগিতা চলছে। এসব খাতের মধ্যে রয়েছে ডেভেলপমেন্ট ফী, সেশন চার্জ, এ্যানুয়াল চার্জ, প্রস্তুতিমূলক পরীক্ষার ফী, 'কশন মানি, কোচিং ফী প্রভৃতি।

প্রতিবছরের ধারাবাহিকতায় '৯৯ সালে অন্তত সাড়ে ছ'লাখ পরীক্ষার্থী এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নেবে বলে সংশ্লিষ্ট মহল ধারণা করছে। প্রতি পরীক্ষার্থীর কাছ থেকে গড়ে অতিরিক্ত ছ শ' টাকা বেশি নিলে স্কুলগুলো আয় করবে বাড়তি প্রায় ৪০ কোটি টাকা। একজন বিজ্ঞান পরীক্ষার্থীর কাছ থেকে বোর্ড ফী ও কেন্দ্র ফী বাবদ মোট ছ শ' দশ টাকা নেয়ার কথা। এছাড়া স্কুলগুলো তিন মাসের বেতন ও টুকিটাকি ফিস বাবদ সর্বসাকল্যে আট শ' থেকে নশ' টাকা নিতে পারে। অথচ রাজধানীর লালমাটিয়া হাই স্কুলে একজন বিজ্ঞান পরীক্ষার্থীর কাছ থেকে নেয়া হচ্ছে এক হাজার আট শ' টাকা, খুলনা জেলা স্কুলে নেয়া হচ্ছে প্রায় এক হাজার ন' শ' টাকা, খুলনা বিকে ইনস্টিটিউশনে নেয়া হচ্ছে এক হাজার তিনশ ছয় টাকা, লায়ন্স স্কুলে নেয়া হচ্ছে তেরো শ' টাকা। সরকারী স্কুলের চেয়ে বেসরকারী স্কুল বেশি অর্থ আদায় করছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

এই প্রতিবেদকের সাথে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের ব্যাপারে কথা হয় তিনজন প্রধান শিক্ষকের। একজন প্রধান শিক্ষক বলেন, আমার স্কুলের কথা কেবল লিখবেন কেন? অনেক স্কুল তো আমাদের চেয়ে বেশি অর্থ আদায় করছে। আরেকজন প্রধান শিক্ষক বলেন, পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষার উপযুক্ত করতে একটু বেশি অর্থের প্রয়োজন হয়। শিক্ষকদের উৎসাহ দিতে তাদের কিছু আর্থিক সাপোর্টও দিতে হয়। একজন অভিভাবক জনকণ্ঠকে জানান, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উচিত ফরম পূরণ বাবদ অর্থ আদায়ের অভিন্ন নিয়ম চালু করা। তাহলে নিম্নবিত্ত অভিভাবকরা রেহাই পাবে।